

কলকাতা উচ্চ আদালত  
সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার  
আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মহামান্য বিচারপতি দেবাংশু বসাক

এবং

মহামান্য বিচারপতি মো. শব্বর রশিদ

২০২১ সালের এফ. এম. এ ৫২

ভীম সেন মণ্ডল

বনাম

জাতীয় মহাসড়ক আইন, ১৯৫৬ এবং অন্যান্য আইনের অধীনে উপযুক্ত  
কর্তৃপক্ষ

আপিলকারীর জন্যঃ

শ্রী সৌম্য মজুমদার, উকিল

শ্রী অরিজিৎ দে, উকিল।

রাজ্যের জন্যঃ

মো. টি. এম সিদ্দিক, বিজ্ঞ এ. জি. পি

শ্রী সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিল

শ্রী অনিরুদ্ধ সেন, উকিল।

এন. এইচ. এ. আই-এর জন্যঃ

শ্রী দীপঙ্কর দাস, উকিল

৩ নং উত্তরদাতার জন্যঃ

শ্রী সায়ন্তন বসু, উকিল

শ্রী শ্রেয়ান ভট্টাচার্য, উকিল

শুনানি-

জুলাই ১৩, ২০২৩

রায়ঃ

২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মো. শব্বর রশিদি, বিচারপতি:-

১. ২০১৪ সালের ডব্লিউ. পি. নং ২৩৯৯৩ (ডব্লিউ)-এ জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধিগ্রহণের জন্য চাওয়া তফসিলি জমির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদনকারীর দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে ১৬ই জানুয়ারি, ২০২০ তারিখের একটি আদেশের বিরুদ্ধে এই আপিল করা হয়েছে।

২. ১৯৬৫ সালে সম্পন্ন পূর্ববর্তী অধিগ্রহণ কার্যক্রমে, তফসিলি জমিগুলি 'রাষ্ট্র কর্তৃক পূর্বে অধিগ্রহণকৃত জমির অংশ' হিসেবে অধিগ্রহণের বিষয়বস্তু ছিল না বলে দাখিল করা হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের অধিগ্রহণ কার্যক্রমের পরেও উপরোক্ত জমিগুলি রিট আবেদনকারী/আপিলকারীর পূর্বসূরীদের দখলে এবং দখলে ছিল। পরবর্তীতে, আপিলকারীরা নিবন্ধিত হস্তান্তর দলিলের মাধ্যমে পূর্ববর্তী মালিকদের কাছ থেকে উক্ত জমিটি কিনেছিলেন।

৩. এই ধরনের ক্রয়ের পরে, রাজস্ব রেকর্ডে তাঁর নাম যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। আপিলকারীরা মিউটেশনের শংসাপত্রের উপর নির্ভর করেছেন। এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে আপিলকারীর নাম প্রাথমিকভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল

এলআর আরওআর কিন্তু পরবর্তীকালে এটি মুছে ফেলা হয় এবং এই ধরনের আরওআর-এ আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নামে নথিভুক্ত করা হয়। আবেদনকারী এই ধরনের রেকর্ডিংকে চ্যালেঞ্জ করেন যা ভূমি সংস্কার ও ভাড়াটে ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন ছিল।

৪. যাই হোক না কেন, জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরবর্তী অধিগ্রহণের মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ জমিগুলি পুনরায় অধিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, মাঝে মাঝে ২০১২ সালে। আপিলকারীকে নোটিশ জারি করে, জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ মামলার জমির উপর অবস্থিত কাঠামোর জন্য আপিলকারীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। তবে, জমির জন্য তাকে কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। এই নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে, আপিলকারী ২০১৪ সালের W.P. No. 23993 (W) এ রিট আদালতের দ্বারস্থ হন। বিচারক রিট আবেদনকারীদের যুক্তি বাতিল করে এই মর্মে রিট আবেদন খারিজ করে দেন যে জমির মালিকদের কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি এবং রাজ্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে অধিগ্রহণকৃত জমির দখল আইনত রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

৫. উক্ত রিট আবেদনটি ২০১৪ সালের ডব্লিউ. পি. নং. ২৩৯৯৩ (ডব্লিউ) হওয়ায় উত্তরদাতারা অর্থাৎ রাজ্য এবং আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এ. ডি. ডি. এ) দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছিল। আবেদনকারীদের পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবী আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি রাজ্যের পক্ষ থেকে এই ধরনের রিট পিটিশনে দায়ের করা হলফনামার উপর নির্ভর করেছেন।

৬. রাজ্যের যুক্তি ছিল যে, জমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪-এর বিধানের অধীনে শুরু হওয়া জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিতর্কিত জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, যা এল. এ. কেস নং ১আর/১৯৬৫-৬৬। রাজ্যের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছিল যে, পূর্বোক্ত অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জমির ক্ষতিপূরণ ইতিমধ্যে তৎকালীন নথিভুক্ত মালিক কালী শঙ্কর রায়কে দেওয়া হয়েছিল, যা ১৯৭৬ সালের ২৯ শে মার্চ একটি চেকের অধীনে মালিক যথাযথভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও, অধিগ্রহণ করা জমির দখলও নেওয়া হয়েছিল এবং ১৯৬৫ ১১, জুন মাসে প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল।

৭. অতএব, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রশ্নবিদ্ধ জমিগুলি ইতিমধ্যেই রাজ্যের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। আবেদনকারীরা যেহেতু পোস্ট ভেস্টিং ক্রেতারা, তারা উক্ত জমির উপর বৈধ অধিকার এবং মালিকানা অর্জন করতে পারে না এবং করতে পারে না এবং ফলস্বরূপ তারা দাবি অনুযায়ী কোনও ক্ষতিপূরণের অধিকারী নয়। আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিদ্বান আইনজীবী ১৯৭০ (২) সুপ্রিম কোর্টের মামলা ১৪৯ (লেফটেন্যান্ট হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল এবং আরেকজন বনাম শ্রী অবিনাশ শর্মা)-এর উপর নির্ভর করেছিলেন।

৮. এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে পরবর্তী ক্রেতা হওয়ার কারণে, আপিলকারীর অধিগ্রহণের কার্যধারাকে চ্যালেঞ্জ করার কোনও কর্তৃত্ব নেই যা ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী মালিক অর্থাৎ আপিলকারীর পূর্বসূরি দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। এই ধরনের প্রস্তাবের সমর্থনে, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী (২০১২) সুপ্রিম কোর্টের ১২ মামলা ১৩৩ (ভি. চন্দ্রশেখরন এবং আরেকজন বনাম প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য)-এ বর্ণিত রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

৯. আদালতে পেশ করা নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, ভূমি অধিগ্রহণ কালেক্টর আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শিল্প ও সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন। ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ৪ ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। এরপর ৩ মার্চ, ১৯৬৫ তারিখে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি মৌজার ৪৪৯.৩৩ একর জমির বিষয়ে উক্ত আইনের ৬ ধারার অধীনে একটি ঘোষণাপত্র জারি করা হয়েছিল। L. A. মামলা নং 1R/1965-66 অনুসারে ঘোষণাপত্রের সাথে সংযুক্ত তফসিল অনুসারে জমিগুলি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। রাজ্য অধিগ্রহণকৃত জমিগুলির দখল নেয় এবং তারপরে, প্রয়োজনীয় সংস্থা অর্থাৎ আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে এর দখল হস্তান্তর করে।

১০. উত্তরদাতারা একটি বিজ্ঞপ্তি -এর উপর নির্ভর করেছেন ১৯৬৫ সালের ১১ই জুন তারিখের ফর্ম ২১-এ জারি করা যার মাধ্যমে ৪৩৮.৬৬ একর পরিমাপের অধিগ্রহণকৃত জমির দখল জমি আসানসোলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং গ্রহণ করা হয়েছিল দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ স্থায়ী ফসলের সাথে ১৮৯৪ সালের উক্ত আইনের ১৭ (১) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে।

১১. আপিলকারী এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এই কারণে যে রাষ্ট্র অর্থাৎ কর্তৃত্ব অর্জনকারী কর্তৃপক্ষ কখনই জমির মালিকদের কাছ থেকে উক্ত জমির দখল অধিগ্রহণ করেনি এবং তাই তারা প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষের কাছে এই ধরনের জমির দখল হস্তান্তর করার অবস্থানে ছিল না।

১২. স্বীকারযোগ্য যে, আবেদনকারীরা ২০০৯ সালে তার পূর্ববর্তী মালিকদের কাছ থেকে জমি কিনেছিলেন এবং তার পূর্বসূরীদের স্বার্থে ঘটে যাওয়া কোনও কিছুকে চ্যালেঞ্জ করার অনুমতি তাদের দেওয়া যাবে না। আবেদনকারীদের পূর্বসূরীরা যে কখনও অধিগ্রহণকৃত জমির দখল নেওয়ার বিষয়ে কোনও আপত্তি উত্থাপন করেছেন বা চ্যালেঞ্জ করেছেন তা প্রমাণ করার জন্য কোনও নথি নথিভুক্ত করা হয়নি।

১৩. অবিनाश शर्मा (উপরে)-এর ক্ষেত্রে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত ছিল যে,

"৪. বর্তমান ক্ষেত্রে -এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি ধারা ১৭ (১) এবং (৪) দ্বারা

জারি করা হয়েছিল ধারা ৯ (১)-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনেরো দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ থেকে রাজ্য সরকার এবং যে দখল আগে নেওয়া হয়েছিল, তা অবশ্যই সরকারের দখলে বলে মনে করা হবে। আমরা একমত হতে পারি না যে, যেখানে সরকার কোনও বেআইনি লেনদেনের অধীনে অবৈধভাবে বা দখল অর্জন করেছে এবং ধারা ১৭ (১)-এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, সেখানে জমি সমস্ত বাধা থেকে মুক্তভাবে সরকারের হাতে ন্যস্ত হয় না। আমাদের অভিমত হল যে ধারা ৯ (১)-এ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনেরো দিন শেষ হওয়ার পর ধারা ১৭ (১)-এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলে, পূর্বে প্রাপ্ত দখলটি -এর অধীনে সরকারের দখলে বলে মনে করা হবে। আইনের ১৭ (১) ধারা এবং জমি হবে সরকারের মধ্যে ন্যস্ত সমস্ত থেকে মুক্ত প্রতিবন্ধকতা। "

১৪. আপিলকারী ২০ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখের বেশ কয়েকটি হস্তান্তর দলিলের মাধ্যমে বীরেন্দ্র কুমার নাথ নামে একজনের কাছ থেকে জমিগুলি কিনেছিলেন। ক্রয়পত্রের বিবৃতিতে প্রকাশ করা হয়েছে যে, বীরেন্দ্রকুমার নাথ, পালাক্রমে, শ্রীকান্ত কর্মকার, দীনেশ মুখোপাধ্যায়, দেবদত্ত মুখার্জী, করুণাময় মণ্ডল এবং শচীবালা রায়, সুখময় মণ্ডল এবং বাসুদেব পালের কাছ থেকে উপরোক্ত জমিগুলি কিনেছিলেন, ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালে সম্পাদিত এবং নিবন্ধিত বেশ কয়েকটি দলিলের মাধ্যমে। এই সমস্ত লেনদেন ধারা ৪ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অনেক পরে এবং ১৮৯৪ সালের আইনের ধারা ৬ এর অধীনে ঘোষণার অনেক বছর পরেও কার্যকর হয়েছিল। যদি তা হয়, তাহলে ১৯৬৫-৬৬ সালের কার্যধারা নং ০১ এর অধীনে অধিগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে আপিলকারীর তাৎক্ষণিক পূর্বসূরী স্বার্থে থাকা ব্যক্তিও সেই সময়ে জমির মালিক ছিলেন না। আপিলকারী এবং তার তাৎক্ষণিক পূর্বসূরী স্বার্থে থাকা ব্যক্তি ১৮৯৪ সালের আইনের ধারা ৪ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে জমিগুলি কিনেছিলেন।

১৫. আমাদের সামনে এমন কোনও পরামর্শ পেশ করা হয়নি, যা প্রমাণিত করে যে, উপরোক্ত শ্রীকান্ত কর্মকার, দীনেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দেবদত্ত মুখোপাধ্যায়, করুণাময় মণ্ডল এবং শচীবালা রায়, সুখময় মণ্ডল এবং বাসুদেব পাল কখনও ক্ষতিপূরণ প্রদান বা অধিগ্রহণকৃত জমি দখল করার বিষয়ে কোনও আপত্তি উত্থাপন করেছেন বা চ্যালেঞ্জ করেছেন। আবেদনকারী এবং তাঁর পূর্বসূরি কোনওভাবেই অধিগ্রহণের কার্যধারার বিষয়ে গোপনীয় ছিলেন না এবং তাই অধিগ্রহণের কার্যধারার বৈধতা এবং বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করার কোনও কর্তৃত্ব আপিলকারীর নেই। জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়টি অনেক আগে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তি হওয়া কোনও কিছুকে অস্থির করার কোনও যৌক্তিকতা দেখা যায় না।

১৬. অধিগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ এবং প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকটি চিঠিপত্র নথিভুক্ত করা হয়েছে যা জমি অধিগ্রহণ, অধিগ্রহণকৃত জমির দখল হস্তান্তর এবং

নির্ধারণের পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ প্রদান। উপরোক্ত চিঠিপত্রগুলি ১৯৭৬ সালের, যখন আবেদনকারী বা তাঁর পূর্বসূরি উভয়েরই এই ধরনের জমির বিষয়ে কোনও অধিকার ছিল না। নথিগুলি আরও দেখায় যে অধিগ্রহণকৃত জমির জন্য ক্ষতিপূরণ ১৯৭৬ সালে জমির মালিকদের দেওয়া হয়েছিল। এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারীর পক্ষে এই যুক্তি যে অধিগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জমির দখল নেওয়া হয়নি এবং জমির মালিকদের কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি, তা ন্যায়সঙ্গত নয়। অধিগ্রহণের কার্যধারার বৈধতা এবং বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আবেদনকারীর কর্তৃত্বের কথা বলা নয়।

১৭. **ভি. চন্দ্রশেখরন (উপরে)**-এর ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি কর্তৃপক্ষের উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধিগ্রহণকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য পরবর্তী ক্রেতার সক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কার্যধারা। এটি সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা আদেশ হয়েছিল, এইভাবে:-

"১৫. রিট আবেদনের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি ক্রয়কারী ব্যক্তির রিট পিটিশন

আইনের ৪ ধারার অধীনে জারি করা প্রজ্ঞাপনের পরবর্তী জমি এই আদালত বারবার বিবেচনা করেছে। লীলা রাম বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৭৫) ২ এস. সি. সি. ৫৪৭: এ. আই. আর ১৯৭৫ এস. সি. ২১১২ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে, ধারা ৪ বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পরে যে কেউ জমি নিয়ে কাজ করে, সে তার নিজের ঝুঁকিতে তা করে। স্নেহ প্রভা বনাম ইউ. পি রাজ্য মামলায় (১৯৯৬) ৭ এস. সি. সি. ৪২৬: এ. আই. আর. ১৯৯৬ এস. সি. ৫৪০], এই আদালত বলেছিল যে একটি ধারা ৪ প্রজ্ঞাপনে জনসাধারণকে একটি নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে যে জমি সম্পর্কে এটি জারি করা হয়েছে, তা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন, এবং এটি আরও উল্লেখ করে যে "যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে অধিগ্রহণ করা জমি আটকে রাখা" হবে। এরপরে বিচ্ছিন্নতা অধিগ্রহণের অধীনে রাজ্য বা সুবিধাভোগীকে আবদ্ধ করে না। ক্রেতা কেবল ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

উক্ত মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম শিবকুমার ভার্গব (১৯৯৫) ২ এস. সি. সি ৪২৭] মামলায় এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়ের উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছিল।

১৮. হাতে থাকা ক্ষেত্রে, নথির ভিত্তিতে, আমরা দেখেছি যে অধিগ্রহণকৃত জমির জন্য ক্ষতিপূরণ ১৯৭৬ সালে জমির মালিকদের দেওয়া হয়েছিল। এর আগে কিছুই রাখা হয়নি যে এই ধরনের জমির মালিকরা কখনও এই ধরনের অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি তুলেছিলেন। আপিলকারীরা যে কোনও ভিত্তিতে অধিগ্রহণের কার্যধারার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।

১৯. আপিলকারী আরও যুক্তি তুলে ধরেছেন যে, ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি এবং আপিলকারীকে প্রদত্ত বিতর্কিত নোটিশটি পূর্ববর্তী অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিল হিসাবে পরিচালিত হয়েছিল। আপিলকারী কিছু আন্তঃবিভাগীয় চিঠিপত্রের উল্লেখ করেছেন যেখানে প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষ তার হ্রাস করেছে

জমির প্রয়োজনীয়তা। বলা হয় যে বিভাগটি প্রকৃতপক্ষে অধিগ্রহণকৃত জমি জমির মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করছিল কারণ এর জন্য প্রাথমিকভাবে অধিগ্রহণ করা জমির পরিমাণের প্রয়োজন ছিল না।

২০. যথাযথ সম্মানের সঙ্গে আমরা এই ধরনের যুক্তি মেনে নিতে অক্ষম। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইন যে জমি একবার অধিগ্রহণ করা হলেও তা অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা হলেও তা হস্তান্তর করা যাবে না। উপরন্তু, আপিলকারীর দ্বারা বিরোধী হলফনামাটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে অধিগ্রহণ করা জমি ফেরত দেওয়ার প্রস্তাবটি কখনই বাস্তবায়িত হয়নি। এটি মাননীয় দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল ভি. চন্দ্রশেখরন মামলায় সুপ্রিম কোর্ট (উপরে) যে,

“২৫. এটি একটি স্থিরীকৃত আইনি প্রস্তাব, যে একবার জমিটি রাজ্যের হাতে ন্যস্ত হয়ে গেলে, সমস্ত বাধা থেকে মুক্ত হয়ে, এটি হস্তান্তর করা যাবে না এবং আইনের অধীনে কার্যধারা বাতিল হবে না, এমনকি যদি সংবিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত সময়কাল এর মধ্যে কোনও পুরস্কার দেওয়া না হয়। [আওয়াধ বিহারী যাদব বনাম রাজ্য

বিহার [(১৯৯৫) ৬ এস. সি. সি. ৩১], ইউ. পি. জল নিগম বনাম কালরা প্রোপার্টিজ (পি) লিমিটেড [। (১৯৯৬) ৩ এস. সি. সি. ১২৪: এ. আই. আর. ১৯৯৬ এস. সি. ১১৭০], এলাহাবাদ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বনাম নাসিরুজ্জামান [(১৯৯৬) ৬ এস. সি. সি. ৪২৪], এম. রামলিঙ্গ থেভার বনাম টি. এন. রাজ্য [(২০০০) ৪ এস. সি. সি. ৩২২] এবং এ. পি. সরকার বনাম সৈয়দ আকবর [(২০০৫) ১ এস. সি. সি. ৫৫৮: এআইআর ২০০৫ এসসি ৪৯২]।

২৬. একবার অধিগ্রহিত হয়ে গেলে, উক্ত জমিটি মেয়াদ-ধারক/আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না, এমনকি যদি এটি যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তার জন্য বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যেও ব্যবহার না করা হয়। আইনের ৪৮ ধারার বিধানের অধীনে বা সাধারণ ধারা আইনের ২১ ধারার অধীনে, একবার জমির দখল হয়ে গেলে, কার্যধারা প্রত্যাহার/পরিত্যাগ করা যাবে না নেওয়া হয়েছে এবং জমি রাজ্যে ন্যস্ত করা হয়েছে,

(এমপি বনাম বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা [এআইআর ১৯৬৬ এসসি ১৫৯৩], এইচপি-র লেফটেন্যান্ট গভর্নর বনাম অবিনাশ শর্মা [(১৯৭০) ২ এসসিসি ১৪৯: এআইআর ১৯৭০ এসসি ১৫৭৬], সতেন্দ্র প্রসাদ জৈন বনাম ইউ. পি. রাজ্য [(১৯৯৩) ৪ এসসিসি ৩৬৯: এআইআর ১৯৯৩ এসসি ২৫১৭], রাজস্থান হাউজিং বোর্ড বনাম শ্রী কিষণ [(১৯৯৩) ২ এসসিসি ৮৪] এবং ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বনাম সুবোধ সিং (২০১১) ১১ এসসিসি ১০০: (২০১১) ৩ এসসিসি (দেওয়ানী) ৬০৪] "

২১. মাননীয় আদালত আরও বলে যে,

"৩১. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আইনটির অর্থ স্পষ্ট করা যেতে পারে যে, একবার জমি অধিগ্রহণ করা হয়ে গেলে এবং এটি সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত হয়ে রাজ্যে ন্যস্ত হয়ে গেলে, জমিটি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা জমির মালিকের উদ্বেগের বিষয় নয়। যা এটি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল বা অন্য কোনও

উদ্দেশ্যের জন্য। একবার জমি রাজ্যে ন্যস্ত হয়ে গেলে সে ব্যক্তিটি অবাঞ্ছিত হয়ে যায়। অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি নিজেই চ্যালেঞ্জ করা না হলে তার কেবল তার জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তির কাছে জমি পুনরায় হস্তান্তর করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই এবং এই ধরনের ব্যক্তির কোনও ভিত্তিতে পুনরুদ্ধারের কোনও অধিকার দাবি করতে পারে না, যদি না এই বিষয়ে কোনও বিধিবদ্ধ সংশোধনী থাকে।”

২২. অতএব, পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি জারি এবং জাতীয় মহাসড়ক আইন, ১৯৫৬-এর বিধানগুলির অধীনে বিতর্কিত নোটিশটি ১৮৯৪ সালের আইনের বিধানগুলির অধীনে পূর্বে সম্পন্ন অধিগ্রহণের কার্যধারার উপর কোনও প্রভাব ফেলেনি।

২৩. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের অভিমত হল যে, আপিলকারী এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, রাজ্য অধিগ্রহিত জমির দখল নেয়নি বা অধিগ্রহণের সময় কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি

আইনের বিধানের অধীনে গৃহীত কার্যধারা ১৮৯৪ একই সময়ে আপিলকারীরা যে কোনও ক্ষেত্রে এই ধরনের কার্যধারাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন।

২৪. তথ্যের সেই দৃষ্টিতে, আমরা ২০১৪ সালের ডব্লিউ. পি. নং ২৩৯৯৩ (ডব্লিউ)-এ গৃহীত বিতর্কিত আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

২৫. তদনুসারে, ২০২১ সালের এফ. এম. এ ৫২ হিসাবে তাৎক্ষণিক আবেদনটি বাতিল করা হয়েছে, তবে, খরচ সম্পর্কিত কোনও আদেশ ছাড়াই। সংযুক্ত আবেদনগুলি, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হবে।

২৬. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার উপর।

[মহম্মদ শাক্বার রাশিদি, বিচারপতি]

২৭. আমি একমত।

[দেবাংশু বসাক, বিচারপতি]

## **DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

### **দাবিত্যাগ**

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Diganta Mondal**